প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিবদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপ-আলোচনা কর্মরত ৭০ জন অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিবদের সঙ্গে এক বৈঠক

Posted On: 24 AUG 2017 5:08PM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে কর্মরত ৭০ জন অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিবদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন । এই বৈঠকটি ছিল এই ধরনের প্রস্তাবিত পাঁচটি বৈঠকের মধ্যে প্রথম।

এই আলোচনার সময় ডিজিটাল এবং স্মার্ট প্রশাসন, প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি ও উত্তরদায়িতা, স্বচ্ছতা, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছ ভারত, গ্রাহকদের অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা এবং ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য বিষয়ে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের নাগরিকদের কল্যাণ ও সন্তুষ্টির জন্য উন্নয়ন ও সুপ্রশাসনের সংযুক্ত উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি বলেন, আধিকারিকদের জন্য সুপ্রশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। সরকারের সবকটি শাখায় সবচেয়ে ভালো কাজের জন্য একযোগে এবংসমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার ওপর তিনি জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আধিকারিকদের দরিদ্র ও সাধারণ নাগরিকদের কথা মাথায় রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সদর্থক প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে । বিশ্বের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভারতের সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সমগ্রবিশ্ব মনে করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের সাধারণ নাগরিকদের মাধ্যে কর্মদক্ষতার এক শক্তিশালী স্রোত রয়েছে । অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা যুবকেরা সীমিত আর্থিক সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং খেলাধূলার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত ভালো ফল করছে । প্রতিভার এই তাৎক্ষণিকস্ফুরণকে উৎসাহিত করতে কাজ করার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে পরিষেবার প্রথম তিনটি বছরে যে মানসিকতা ও শক্তি নিয়ে তাঁরা কাজ করেছেন,তার উল্লেখ করেন।

জাতির উন্নতির জন্য আধিকারিকদের কাছে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভালো কাজকরার সুযোগ এসেছে বলে প্রধানমন্ত্রী বলেন । তিনি গয়ংগচ্ছ ভাব দূর করে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সুদক্ষ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ওপর জোর দেন । সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্রুততা এবং দক্ষতার কথাও তিনি বলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সদিচ্ছার সঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সর্বদাই উৎসাহিত করবে । তিনি ভারতের ১০০টি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন । বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে যাতে এই জেলাগুলি জাতীয় গড়ের পর্যায়ে উঠে আসতে পারে, সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে বলে তিনি আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

(Release ID: 1500636) Visitor Counter : 3

Background release reference

ডিজিটাল এবং স্মার্ট প্রশাসন, প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি ও উত্তরদায়িতা, স্বচ্ছতা, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছ ভারত, গ্রাহকদের অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা এবং ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য